প্রচার ডায়েরি ১৯-৪-২০১৪

অরুণ জেটলি , রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতা

প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য ?

সমপ্রতি দুটি বইকে ঘিরে যে বিতর্ক দানা বেঁধেছে সেই প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর অফিস থেকে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে যে গত ১০ বছরে প্রায় ১২০০ বক্তব্য রেখেছেন প্রধানমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয় এটাই মনে করেছে যে ডঃ মনমোহন সিং এর বিরুদ্ধে সরব প্রধানমন্ত্রী নন বলে যে অভিযোগ উঠেছে এটাই তার যোগ্য জবাব।

প্রধানমন্ত্রীই দেশের চালিকাশক্তি। তিনিই গনতন্ত্রের মুখ। তাঁর মতামতই নীতিতে রূপ পায়। তিনিই নেতৃত্ব দেন। মানুষ তাঁর কাছে সমাধান চায়। কাজেই তিনি নীরব হলে চলবেনা। তাঁকেই মানুষকে আত্মবিশ্বাস যোগাতে হবে।যে সমাধানসূত্র তিনি দেবেন সেগুলি সমপর্কে তাঁকে আত্মবিশ্বাসী হতে হবে। জোট শাসনের উপযোগী জননেতা হতে হবে তাঁকে। নীতি ও রাজনীতি সবকিছুর উপরই তাঁর কর্তৃত্ব থাকা উচিৎ।

প্রধানমন্ত্রীর যোগাযোগের সেতুবন্ধন আরও মজবুত হওয়া উচিৎ। আরও মন দিয়ে তাঁর শোনা উচিৎ।পাঠক হলেই হবেনা , নেতাও হতে হবে তাঁকে।ভারত সফরকালে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ওবামা বেসকয়েকটি উল্লেখযোগ্য ভাষণ দিয়েছেন। এরমধ্যে উল্লেখযোগ্য তাঁর সম্মানে আয়োজিত সংসদের সেন্ট্রাল হলের সভায় বক্তৃতা। তাঁর বক্তৃতার খসড়াকারদের সঙ্গে কথাবার্তা হয়েছিল আমার। খুব অভিজ্ঞ একদল আধিকারিক এইসব বক্তৃতার খসড়া রচনা করেন। প্রেসিডেন্ট নিজেও এদের সঙ্গে যোগ দেন।বেশির ভাগ বক্তব্য পড়া হয় টেলিপ্রমপটার থেকে। এই টেলিপ্রমপটারগুলির ট্রান্সপারেন্ট স্ক্রিন। অডিয়েন্সে বসে আমাদের মনে হচ্ছিল এগুলি সবই তৎক্ষনাৎ বলা। আসলে দুটো টেলিপ্রমপটার থেকে পড়ে যাচ্ছিলেন প্রেসিডেন্ট। এর প্রভাবও পড়েছিল দারুন। ভারতে প্রধানমন্ত্রী যে বক্তৃতা পড়ে যান তা আদৌ শুনতে পাননা মানুষ। কেউ এি বক্তৃতা মনেও রাখেননা বা এি সমপর্কে কোনও আলোচনাও করেননা। প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয় ঠিক তথ্যই দিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী বলে গেছিলেন , কিন্তু তা শোনা যায়নি। বরফের উপর হেঁটে গেছেন প্রধানমন্ত্রী , অথচ তাঁর পায়ের কোনও ছাপ পড়েনি।

শ্রী ভদ্র এটাকে ওয়ালস্ট্রিট জার্নালে তুলেছেন

শ্রী রবার্ট ভদ্রকে অভিনন্দন। তিনিএটাকে ওয়ালস্ট্রিট জার্নালে তুলেছেন। তাঁর বিজনেস মডেলের কোনও বাণিজ্যিক বিশ্লেষকের তৈরী করে দেওয়া গবেষনা পত্র প্রয়োজন।

কোনও পুঁজি ছাড়াই ব্যবসা শুরু করেছিলেন তিনি। ঋণ ও অগ্রিম হিসেবে যেটা এসেছিল সেটা রাজনৈতিক পুঁজিরই সমার্থক। এই পুঁজিকে কাজে লাগিয়েই বাজার মূল্যের চেয়ে কমে তিনি সমপত্তি কিনেছেন। রাষ্ট্রের অনুগ্রহ পেতে অনেকেই সমপত্তি বিক্রিও করেছেন।কিছু সমপত্তি বিক্রি করে আসল কিছু দেনা মিটিয়েছেন। আর অন্যদিকে বাকীটা নিজের হয়েছে কোনও দায়বদ্ধতা ছাড়াই। এতদিন এই ব্যবসা মানুষের চোখ কপালে তুলেছে। এবার এটা কিছু গুরুত্বপূর্ন প্রশ্ন তুলছে।এই কাজটাই করেছে ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল।

অমৃতসরে বিষেন সিং বেদী

গতকাল আমার বন্ধু বিষেন বেদী অমৃতসরে এসেছেন।কিন্তু এবার উদ্যেশ্যটা আলাদা। তিনি এমন একটা রাজনৈতিক দলের হয়ে প্রচারে এসেছেন যারা ইতিহাসের সবথেকে দুর্নীতিগ্রস্থ সরকারের অঙ্গ।যে প্রার্থীর হয়ে তিনি প্রচারে এসেছেন তিনিও দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনে অভিযুক্ত। বিষেণ সবসময়েই একজন ক্রুসেডার।অনৈতিক কারণেও অনেক সময় বিপ্লব করেন তিনি।